প্রথম আলো

21 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

জেএসসি-জেডিসি

১২ দিন আগে পরীক্ষা নিতে অপারগতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১২ দিন আগে গতকাল বৃহস্পতিবার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে এখন আগের মতোই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে হতে যাচ্ছে এই দুটি পরীক্ষা।

দুই মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা মনে করছেন, মূলত দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণেই শেষ মুহূর্তে এমন সিদ্ধান্ত হলো। এতে ছেলেমেয়েদের প্রস্তুতিতেও ছেদ পড়ার আশঙ্কা আছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বলেছে, এই পরীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে নতুন করে ঝামেলা হয় কি না—এমন চিন্তা থেকেই শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে উপানুষ্ঠানিক পত্র দিয়ে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান।

এর আগে একবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আর হবে না। পরে মন্ত্রিসভা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।

১ নভেম্বর শুরু হয়ে জেএসসি পরীক্ষা শেষ হবে ১৭ নভেম্বর। আগে সিদ্ধান্ত ছিল, চলতি বছর থেকেই অষ্টম শ্রেণি স্তরের জেএসসি ও জেডিসি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে

পরীক্ষা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা বোর্ডগুলোর মাধ্যমে হবে। এ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিও নেয়। সর্বশেষ ১৬ অক্টোবরও প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে এ বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁদের এই পরীক্ষাটি নিতে বলেছিল। কিন্তু যেহেতু মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে তাঁদের কর্তৃত্ব দেয়নি, তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই পরীক্ষাপদ্ধতি আগের মতোই থাকবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব বলেন, পরীক্ষার আগমুহূর্তে এ সিদ্ধান্ত হলেও কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ, এখনো বোর্ডের মাধ্যমেই সেটি নেওয়া হবে।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম বলেন, পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া উচিত, যাতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।